Cosmo School

লেকচার সীট

শ্রেণি: সপ্তম

বিষয়: বাংলা ১ম (সপ্তপর্ণ)

বেগম রোকেয়া

সেলিনা হোসেন

লেখক পরিচিতি:

জন্ম:	১৯৪৭ সালে রাজশাহীতে ▪ তার পৈত্রিক নিবাস লক্ষীপুরে ▪ তিনি একজন ঐপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ	• 'জলোচ্ছ্বাস' • 'হাঙর নদী গ্রেনেড' • 'মগ্ন চৈতন্যে শিস' • 'পোকা মাকড়ের ঘরবসতি' • মুক্তিযুদ্ধের গল্প'

পাঠ বিশ্লেষণ:

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত

জন্ম: ১৮৮০ সালে ৯ ডিসেম্বর

জন্মস্থল: রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে।

পিতার দেয়া নাম: রোকেয়া খাতুন

পিতার নাম: জহীর মোহাম্মদ আলী সাবের (অনেক ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন)

বেগম রোকেয়ার পৈত্রিক বাড়ি: তার পিতার বাড়িটি বিশাল ।

ভাইবোন: দুই ভাই ও এক বোন

বড় ভাই ইব্রাহীম ও বড় বোন করিমুন্নেসা

পরিচিতি: নারী জাগরনের অগ্রদূত

স্বামী: সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন (১৮৯৮ সারে কিশোরী বয়সে বিহারে ভাগলপুরের ডেপুটি মেজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে তার বিয়ে হয়।)

১৯০৯ সালে তার স্বামী মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যু: বেগম রোকেয় ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

বেগম রোকেয়ার জন্ম সময়কালের সমাজ ব্যবস্থা:

- সে সময়ে বাঙলায় মুসলমান সমাজে শিক্ষার তেমন প্রচলন ছিল না।
- এর ফলে সামাজিক গৌরবময় অবস্থানের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল মুসলমানরা।
- সে সময়ে মুসলমান মেয়েরা পর্দা প্রথা কঠোরভাবে মানত বলে মেয়েদের শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ ছিল না ফলে মেয়েদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়।
- বেগম রোকেয়ার পরিবার তার বড় দুই ভাইকে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করান।
- কিন্তু বেগম রোকেয়ার প্রবল আগ্রহ ও মেধাবী থাকার ফলে তিনি তার বড় ভাইদের সহযোগিতায় ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন।
- তার বড় বোন করিমুন্নেসার অনুপ্রেরণায় বেগম রোকেয়া বাংলা সাহিত্য রচনা ও চর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তার বোন বেগম রোকেয়াকে স্নেহেন প্রসাদে **'বর্ণ পরিচয়'** পড়াতেন। বেগম রোকেয়া তার রচিত 'মতিচূর' ২য় খন্ড তার বোন করিমুন্নেসার নামে উৎসর্গ করেন।
- সে সময়ে বাংলা ভাষা শেখার তেমন কোন চর্চা ছিল না। যারা শিক্ষিত হত তারা ইংরেজি, উর্দু বা ফারসি ভাষায় শিক্ষিত হত। তার কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও তিনি সকল বাধা অতিক্রম করে আপন সাধনায় স্বশিক্ষিত হন এবং বাঙলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তিনি বাংলা ,ইরেজি ও উর্দু ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন তার স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সহযোগিতায় ।

কর্ম অনুশীলন:

১. বেগম রোকেয়ার পারিবারিক পরিমন্ডল সম্পর্কে লিখ।
২. উনিশ শতকের মুসলমান সমাজ ব্যবস্থ কেমন ছিল? ব্যাখ্যা কর।
৩. 'বেগম রোকেয়া একজন স্বমিক্ষিত নারী ' উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

কর্মজীবন:

নারী শিক্ষায়:

বেগম রোকেয় অনুভব করতে পেরেছিলেন সমাজে নারী শিক্ষার প্রয়োজনিয়তা । কিন্তু প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কেও তিনি অবগত ছিলেন। সে সমাজে নারী শিক্ষা এতটা সহজ ছিল না । তার পরিবার শিক্ষিত পরিবার হওয়া সত্ত্বেও তাকে অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে শিক্ষা অর্জন করতে হয়েছে । তাই তিনি তার স্বামীর মৃত্যুর পর তার স্মরণে বিহারের ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্টা করেন। প্রথমে মাত্র ৫জন শিক্ষার্থী ছিল । পরে ১৯১১ সালে তিনি কলকাতায় আসেন এবং তার স্কুল ও কলকাতায় স্থানান্তর করেন। তখন তার শিক্ষার্থী ছিল ৮ জন। তিনি মেয়েদের শিক্ষার জন্য বাবা-মায়ের কাছে আবেদন-নিবেদন করেছেন। তার এই অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা বাড়ে এবং নারী শিক্ষার অগ্রগতি সূচিত হয়।

তিনি শুধু নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ করেননি। তিনি নারীদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য ১৯১৫ সালে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।সেখানে দুস্থ নারীদের সামান্য লেখা পড়া শিকানো হত ও হাতের কাজ শেখানো হত।

কর্ম অনুশীলন:

১. বেগম রোকেয়াকে নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

সাহিত্য কর্ম:

- প্রথম সাহিত্যিক হিসাবে আতমপ্রকাশ ঘটে ১০০২ সালে
- প্রথম রচনা: 'নবপ্রভা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পিপাসা'
- তিনি ছিলেন প্রথম নারীবাদী লেখিকা।
- বেগম রোকেয়ার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৫টি।
- তার লেখায় **সমাজের বেদনা বোধটি** উৎসারিত হয়।
- তিনি সমাজের কুসংস্কারের বিরূদ্ধে আন্দোলনের জন্য হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন লেখালেখি।
- 'অবরোধবাসিনী' (১৯৩১) । এটি ইংরেজীতে লেখা।
- 'মতিচূর' ১ম খন্ড (১৯০৪), 'মতিচূর' ২য় খন্ড (১৯২২) 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) 'সুলতানাজ ড্রিম'(১৯০৮)
- বেগম রোকেয়ার কর্ম ও আদর্শ উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর ৯ই ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস উদযাপন করেন।
- ২০০৪ সালে শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তার স্থান ছিল ৬ষ্ঠ।

কর্ম অনুশীলন:

১. বেগম রোকেয়ার সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বর্ননা দাও।